ঘরের শত্রু

যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর পতনের নেপথ্যে

শাইখ ড. হানি আস-সিবায়ী

সূত্রপাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানবজীবনের সূত্রপাতেই শত্রুতা আষ্টেপৃষ্ঠে। আদি পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করার পর থেকেই এর সূচনা।

وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ.

‘আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের (আদম ও শয়তান) শত্রু হবে। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য কিছুকাল অবস্থান ও জীবিকা রইল।[১]

কিয়ামাত পর্যন্ত ঈমান ও কুফরের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। ঈমানদার ও কাফিরদের এ লড়াই আর থামছে না। শত্রুহীন নির্ভার ও নিশ্চিন্ত ঈমানের কোনো সম্ভাবনা আদৌ নেই। মুমিন সবসময় এ-ব্যাপারে সতর্ক ও সজাগ। একদিকে জিন-শয়তান, অন্যদিকে মানবরূপী শয়তান সবসময় শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র করেই চলেছে। সামান্য অসতর্ক হলেই বিপদ। আসলে আমরা এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে আছি, যেখানে পেছনে ফেরার কোনো পথ নেই। চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাতে গিয়ে তবেই মুক্তি। যুদ্ধে বিজয়ের ধাপের অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছে প্রকৃত শত্রুকে নির্ণয় করা, চিনতে পারা। যে শত্রু চিনতে ব্যর্থ, সে যুদ্ধে আগেই পরাজিত হয়ে বসে আছে। ইসলামী ইতিহাসে শত্রুমিত্র নির্ণয়ের ব্যর্থতার মাশুল প্রতি পদে পদে উম্মাহকে দিতে হয়েছে, দিতে হচ্ছে আজও।

বক্ষ্যমাণ বইটি শাইখ ড. হানি আস-সিবায়ী রচিত *The Enemy Within*-

[১] সূরা বাকারাহ : ৩৬

সূচিপত্র

শরীয়াহ-আইন ১২
নবীজির যুদ্ধাভিযান ২৭
আন্দালুস (স্পেন) ৩০
আব্বাসী খিলাফাহ ৩৮
ইবনু তুমার্ত : স্বঘোষিত মাহদি ৪৬
উসমানী সাম্রাজ্য ৫৪
আত-তাল্লুল কাবিরের যুদ্ধ ৬২
আফগানে ইসলামী সরকারের পতন ৬৬
ইরাক আক্রমণ ৬৮
সোমালিয়া আক্রমণ ৭২
শেষ কথা ৭৫

আন্দালুস (স্পেন)

[৯২—৮৯৭ হিজরি]

আন্দালুস মুসলিমদের হারানো ফিরদাউস। ৯২ হিজরিতে আন্দালুস বিজয় হয়। কিন্তু কেন এর পতন ঘটে? অনেক গবেষণায় স্পেন হারানোর একগুচ্ছ কারণ উঠে এসেছে। অষ্টম শতাব্দীর সবচেয়ে সুন্দর স্থান ছিল স্পেন। সেখানকার মুসলিম প্রতিপত্তি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যেন কখনো ছিলই না!

যদি আমরা ভেতরের কারণ, অর্থাৎ, ঘরের শত্রুর দিকে নজর দিই, তাহলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, বাইরের ক্রুসেডার শত্রুদের কাছে পরাজয়ের আগে আন্দালুসের মুসলিমরা ভেতরেই হেরে বসেছিল। এ বাস্তবতা আন্দালুসের পরম্পরা ইসলামী শাসনগুলোতে স্পষ্টতই দেখতে পাওয়া যায়। নিচের উদাহরণগুলো ওই লজ্জাজনক সময়ের ওপর শক্তিশালী প্রমাণ বহন করে।

ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত হওয়া

(কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে ছোটো ছোটো নগররাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে) রাজ্যশাসন মুসলিম আন্দালুসের ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকার পর্ব। এরপর আসে আধুনিক যুগ। আরববিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভাগ হয়। এ সময়টা ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য পর্যায়। আন্দালুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের শাসন অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় স্থায়িত্ব লাভ করে। তখন আন্দালুস বেশ কিছু দুর্বল রাজ্যে বিভক্ত হয়। তারা সবাই ক্যাস্টিলের রাজা (ষষ্ঠ আলফোনসো)'র মতো অত্যাচারীকে রাজস্ব দিত।[৪৪] অথচ ইসলাম এসব জাতি ও বর্ণকে এক খলিফার

[৪৪] Alfonso VI (জন্ম : ১০৪০ ঈ., মৃত্যু : ১১০৯ ঈ.)। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসে আলোচিত একজন রাজা। ১০৭৭ সাল থেকে, বিশেষ করে ১০৮৫ সালে টলেডো

অধীনে একতাবদ্ধ করেছিল। এদের বিভাজনে তিনটি দল গঠিত হয় :

১. আরব

২. বার্বার[৪৫]

৩. আমিরিয়া (হাজিব আল-মানসুর ইবনু আবি আমিরের অনুসারীরা)

এই রাজ্যগুলো বিপদ-আপদ দূর করার জন্য স্পেনের রাজাকে রাজস্ব দিত। নিজেদের মাঝে যুদ্ধেও লিপ্ত হতো তারা। মাঝে মাঝে একে অপরকে পরাজিত করার জন্য স্প্যানিশ ভাড়াটে যোদ্ধাদের সহায়তাও কামনা করতো।

আন্দালুসে তেইশটি রাজ্য ছিল। যা আজকের আরব দেশগুলোর প্রায় সমান। যেমন, আমিরি রাজ্য (এদের আমির আল-মুতাসিম ইবনু সামাদিহ), জারাগোজায় বনু হুদ রাজ্য, টলেডোয় বনু যুন-নুন রাজ্য, গ্রানাডায় বনু যির রাজ্য, বাদাজোসে বনু আফতাস রাজ্য।[৪৬]

দখলের পর থেকে সে নিজেকে সমগ্র স্পেনের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে। যদিও ইতিহাসে লিওন ও ক্যাস্টিলের রাজা হিসেবেই অধিক পরিচিত ষষ্ঠ আলফোনসো। অত্যাচারী এ ক্রুসেডার রাজা স্পেনের ছোটো ছোটো মুসলিম রাজ্যগুলোর থেকে মোটা অঙ্কের কর নিতো। আর মুসলিম রাজ্যগুলোর অথর্ব শাসকরা নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখতে অনৈতিক করারোপ করে জুলুম করতে মুসলিমদের ওপর। অবশেষে যাল্লাকাহর যুদ্ধে ইউসুফ বিন তাশফিনের হাতে পরাজয় আলফোনসোর আগ্রাসনে কিছুটা লাগাম টানে।

[তথ্যসূত্র : শাওকি আবু খলিল, আয-যাল্লাকাতু বিকিয়াদাতি ইউসুফ বিন তাশফিন, পৃষ্ঠা : ২১০-২৩০ (২য় সংস্করণ, দারুল গরাব আল-ইসলামী, বৈরুত, লেবানন)] ।—সম্পাদক

[৪৫] বার্বার (আমাজিগ) হলো, আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত নীল নদের পশ্চিম পাশে বসবাসকারী একটি জাতিগোষ্ঠী। ।—অনুবাদক

[৪৬] **বনু আব্বাদ :** ইশবিলিয়া বা সেভিয়ায় এই গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সিরিয়ান বংশোদ্ভূত আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ। এর স্থায়িত্বকাল ছিল ১০৩১ থেকে ১০৯১ সাল পর্যন্ত।

বনু যুন-নুন : এটি হুওয়ারা (বা হাওওয়ারা) গোত্রের একটি বার্বার পরিবার। প্রাচীনকালে উমাইয়াদের শাসনামলে এরা স্পেনে প্রবেশ করে। এই গোত্রে ইয়াহইয়া আল-মামুন যুন-নুন নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে; যিনি ৪২৯ হিজরিতে (১০৩৭ সাল) টলেডোতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বনু যির : এটি একটি বার্বার গোত্র। আন্দালুসে এই গোত্র থেকে বাদিস ইবনু হাবুস (আস-সানহাজি) নামে এক ব্যক্তির প্রকাশ ঘটে, যিনি ৪৩০ হিজরিতে (১০৩৮ সাল) গ্রানাডায় একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটি 'গ্রানাডা রাজ্য' নামেও পরিচিত। ১০১৩ থেকে ১০৯০ সাল

একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীকে সহায়তায় অস্বীকৃতি

মুওয়াহহিদ সাম্রাজের আমির আবু ইউসুফ বিন ইয়াকুব মারা যায় ৫৯৫ হিজরিতে। মুওয়াহহিদদের মাঝে সে-ই প্রথম আমির, যে 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি ধারণ করে। সে আল-মানসুর উপাধিও গ্রহণ করেছিল। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী পূর্বদিকে ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় তার কাছে সামরিক সহায়তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই তথাকথিত খলিফা সহায়তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় সালাহউদ্দীন আইয়ুবীকে।

ইবনু তুমার্ত কেন সুলতান সালাহউদ্দীনকে 'না' বলে দেয়?

আসলে সে পূর্ব দিকের মুসলিমদের মুশরিক মনে করতো। তার মতে, তাদের সাহায্য করা যাবে না। কিন্তু সে তার নিজের মত সালাহউদ্দীনের কাছে প্রকাশ করেনি। সে কিছু অপ্রাসঙ্গিক অজুহাত তুলে ধরে। কিছু ইতিহাসবিদ ব্যাপারটা তুলে ধরেছেন, 'সে বিশ্বাস করতো যে, সেই একমাত্র ব্যক্তি যে প্রত্যেক ভূমির মুসলিমদের নেতৃত্বের যোগ্য। ফলে সালাহউদ্দীন যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে শামের মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করে বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলেন, সে তার কথা মেনে নেয়নি। সালাহউদ্দীনের অপরাধ ছিল তিনি তার স্বঘোষিত উপাধি "আমিরুল মুমিনিন" বলে তাকে সম্বোধন করেননি।'[৯২]

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী তো বাগদাদের আব্বাসী খলিফাকে বাইয়াত দিয়েছিলেন। তিনি কীভাবে তাকে 'আমিরুল মুমিনিন' বলবেন? আল-মানসুরের অজুহাত খুবই দুর্বল ও ভিত্তিহীন। সত্য হলো মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্য সালাহউদ্দীনের আবেদনে সাড়া না-দেওয়ার কারণ ইবনু তুমার্ত তাদের মুজাসসিমা (দেহবাদী) মুরতাদ (ইসলাম-ত্যাগী) মনে করতো।

[৯২] মুহাম্মাদ মাহির হামাদাহ, দিরাসাহ ওয়াসিকিয়াহ লিত-তারিখিল ইসলামী, আর-রিসালাহ ইন্সটিটিউশন, ১৪০৮ হিজরি, পৃষ্ঠা : ৫১০।

উসমানী সাম্রাজ্য

[৬৯৯—১৩৪২ হিজরি]

উসমানী সাম্রাজ্য দ্বীনের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উসমান গাজী, তার ছেলে উরখান গাজী, তার নাতি শহীদ সুলতান হিসেবে খ্যাত প্রথম মুরাদ ধারাবাহিকভাবে এ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। প্রথম মুরাদ তো তার ত্রিশ বছরের শাসনে দিগ্‌বিজয় ও ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রাসরণ করেই কাটিয়েছে। এ-কারণে কিছু ইতিহাসবিদ তাকে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান হিসেবে গণ্য করেন। কারণ হচ্ছে, তার বাবা উরখান ও দাদা উসমানের উপাধি ছিল 'বেগ'। তাদের এ বিজয়ের ধারা আবার শুরু হয় প্রথম বায়েজিদের মাধ্যমে। তার উপাধি ছিল 'আস-সায়িকাহ' (Yıldırım অর্থাৎ, বজ্রপাত বা বজ্রকঠিন)।[৯৩]

কিছু ইতিহাসবিদ বায়েজিদকে প্রথম সুলতান হিসেবে গণ্য করেন। উসমানী বংশে তিনিই প্রথম সুলতান উপাধি লাভ করে। এরপর আসে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ওরফে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের বাবা সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। আর মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ তো কনস্ট্যান্টিনোপল, সার্বিয়া, বসনিয়া, এথেন্স, মেসিডোনিয়া, ট্রাবজোন এবং স্লোভাকিয়ার কিছু অংশ বিজয় করেন। তার বাবা দ্বিতীয় মুরাদ ইতালি আক্রমণ করা শুরু করে অট্রান্টো বিজয় করেন এবং রোডস অবরোধ করে রাখেন। এভাবেই আন্দালুসে বিশুদ্ধ দ্বীনের সূর্যাস্তের পর উসমানীরা ইসলামের তারুণ্যে নবজোয়ার আনে।

---

[৯৩] কৈশোর থেকেই বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, সমরজ্ঞান, কলাকৌশল ও ময়দানের যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখে তার বাবা সুলতান প্রথম মুরাদ তাকে এ উপাধি দেন। নিজের বাহিনী নিয়ে তিনি যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, মুহূর্তেই লন্ডভন্ড হয়ে যেত শত্রুসেনাদের বূহ্য। ঠিক যেন বজ্রপাতের মতোই। ।—সম্পাদক

অসংখ্য বিদ্বেষী ইতিহাসবিদ এই সাম্রাজ্যের উত্থানের কারণ, শক্তির রহস্য ও দুর্বলতার কারণ নিয়ে গবেষণা করেছে। অবশ্য একদল নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদও ছিলেন। তবে তারা ছিলেন গুটিকয়েক। হয়তো কিছু মানুষ প্রশ্ন করতে পারে, উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে এই বইয়ের শিরোনামের বিষয়বস্তুর কী সম্পর্ক?

আসলে উসমানী সাম্রাজ্য একটি বহুজাতিক সাম্রাজ্যের উদাহরণ। সে তার নিজ সীমানায় সুরক্ষার অধীনে বিভিন্ন ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠী, জাতি, বর্ণকে শামিল করে নেয়। এতকিছুর ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সবাই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে উসমানী সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাস করতো। সমস্যা হলো, বহু কারণে সাম্রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিজিত অঞ্চলে বিচারব্যবস্থার পতন ঘটে। এর বিশেষ কারণ হচ্ছে নিকটতম শত্রু। এই 'দুরারোগ্য ব্যাধি' সাম্রাজ্যকে জাপটে ধরে। ঘরের শত্রু তো অনেক ছিল। সরকারের ভেতরে 'আল-বাবুল আলী'তেই (সালতানাতের কেন্দ্র) হোক, অথবা দ্বীনের দাবিদার লোভীরাই হোক (যেমন—তৈমুর লং, সাফাভীরা[৯৬])। সেই সাথে মিসরের মামলুকরাও (যেমন—কানসুহ ঘুরি ও তুমান বেগ) তাদের রাজত্ব নিয়ে উদ্‌বিগ্ন ছিল। অথবা সুবিধাপ্রাপ্ত কাফির সম্প্রদায়, যারা উসমানী সাম্রাজ্যের পথের কাঁটা ছিল। এরাই জাতীয়তাবাদী ঝোঁকের পেছনে কাজ করছিল। সেই সময়ে পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে তারা রসদ সংগ্রহ করেছিল। শেষ সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে এই বিষয়গুলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

আমরা দুটি উদাহরণ উল্লেখ করব। এতে আমাদের সামনে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

সুলতান প্রথম বায়েজিদ[৯৭]

সুলতান প্রথম বায়েজিদ নিকোপোলিস যুদ্ধে ইউরোপিয়ানদের পরাজিত করেন। আক্রমণের মাধ্যমে ইউরোপিয়ানদের মাঝে ভীতি সৃষ্টি করেন। বিশেষ করে কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। শিয়া তাতার তৈমুর লং আবির্ভূত না

---

[৯৬] ১৫০২-১৭৩৬ সাল পর্যন্ত সাফাভীরা পারস্য শাসন করে। এই বংশ বা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাইল শিয়া 'ইসনা আশারিয়া' মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। —অনুবাদক

[৯৭] মৃত্যু : ৮০৪ হিজরি।

ইরাক আক্রমণ

[১৪২৩ হিজরি/২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ]

ইরাক দখল হয়ে গেল। শোকার্ত মুসলিম উম্মাহ বিস্ময়ে হা হয়ে রয়। মিডিয়াতে এত বাজে পরাজয় দেখে উম্মাহ অসহায়বোধ করছিল।

যেসব নিকটতম শত্রু ইরাক দখলে জড়িত ছিল, তাদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

১. ইরাক সরকারের মধ্যে থাকা সরকারঘনিষ্ঠ কিছু বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি। প্রেসিডেন্ট ও তার গোয়েন্দাবাহিনীর আড়ালে এরা আমেরিকার সাথে দেনদরবার করতো। এই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ হয় সরকারের আত্মীয়স্বজন, নয়তো সরকারের স্পর্শকাতর পদে থাকা ব্যক্তিবর্গ। আত্মীয়স্বজনের উদাহরণ হচ্ছে, যে সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল; অথবা সেই ব্যক্তি, যে সাদ্দামের সন্তান ও নাতিনাতনীদের গোপন আস্তানা দেখি দিয়েছিল। সরকারের স্পর্শকাতর পদের ব্যক্তিরা হচ্ছে ইরাকের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক পরিচালক ওয়াফিক সামুরায়ি। সে আমেরিকার সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করে তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করে। দখলদার বাহিনী তাকে প্রকৃত প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানীর উপদেষ্টার পদ দিয়ে পুরস্কৃত করে। সেনাবাহিনীর মাঝেও অনেক গাদ্দার ছিল। এরা কুর্দী নেতৃত্ব বা শিয়া ধর্মগুরুদের কাছে নিজেদের আনুগত্য সঁপে দেয়। এরা আমেরিকান গোয়েন্দাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ইরান সরকারের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

২. কুয়েত নিকটতম ঘোরতর শত্রু। সে তার আকাশসীমা, ভূমি ও রসদ দিয়ে

শেষ কথা

এতকিছু আলোচনার পর একনজরে আমরা নিচের কথাগুলো জোর দিয়ে বলতে পারি—

১. 'ঘরের শত্রু' অর্থ হলো যারা মুসলিমভূমিতে বসবাসরত। এরা মুরতাদ বা এমন আমানপ্রাপ্ত (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত) কাফির, যারা আমান ভেঙে ফেলেছে।[১২১] যার ফলে তাদের উপস্থিতি ইসলামী সরকারের জন্য ক্ষতিকর। অথবা এরা প্রতিবেশী মুসলিম দেশ। এভাবে ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী দেশ।

২. আহলুল কিবলা-সংশ্লিষ্ট ফিরকাগুলো ইসলামী সরকারের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক হিসেবে গণ্য করা হয়।[১২২] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেছেন, 'আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, আহলুল কিবলার ওপর সবচেয়ে বড়ো আক্রমণ এবং মুসলিমদের ওপর সবচেয়ে জঘন্য ভ্রষ্টতা এই কিবলা-সংশ্লিষ্ট ফিরকাগুলো থেকেই এসেছে।'[১২৩]

৩. আগেকার আলিমগণ ইসলামী শাসনে বসবাসরত এসব ফিরকাগুলোর

---

[১২১] শুধু মুসলিমভূমিতে নিরাপত্তপ্রাপ্ত বহিরাগত কাফিরই নয়; স্বদেশের নাগরিকদের মধ্যে সেক্যুলার বা দ্বীনের অপব্যাখ্যাকারী লিবারেল মতাদর্শের কেউও হতে পারে ঘরের শত্রু। বরং, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই শ্রেণির লোকেরাই 'মুসলিম' নাম ব্যবহার করে মুসলিমভূমিগুলোর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। ।—সম্পাদক

[১২২] যারা ইসলামের দাবিদার, সলাতসহ ইসলামের বিধিবিধান পালন করে, যাদের মাঝে প্রকাশ্যে কোনো কুফর পাওয়া যায় না, তারাই আহলুল কিবলা বা কিবলাপন্থি। এখানে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম-দাবিদার ভ্রান্ত ফিরকাগুলোই সবচেয়ে ক্ষতিকর। কারণ, এরা ইসলামের আবরণে ভ্রষ্ট আকিদা ও পাপাচারের প্রসার ঘটায়। ।—অনুবাদক

[১২৩] ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৮/৪৭৯।